প্রথম আলো

তারিখ ... 29 JUN 20[illegible]
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2

দেড় হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ

আব্দুল কুদ্দুস, কক্সবাজার ●

টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে ডুবে রয়েছে কক্সবাজারের আট উপজেলার প্রায় দেড় হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ফলে মঙ্গলবার থেকে এসব বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

গতকাল সকালে ঘুরে দেখা গেছে, সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের ইলিয়াছ মিয়া চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়, খুরুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আশপাশের ২০টির বেশি স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা হাঁটুসমান পানিতে নিমজ্জিত।

ইলিয়াছ মিয়া চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুজিবুর রহমান জানান, বন্যার পানি নেমে যাচ্ছে, ক্লাসের ভেতরে জমে থাকা পানিও কমছে। কিন্তু কাদার জন্য এখন পাঠদান সম্ভব হবে না। পুরো স্কুল পরিষ্কার করতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। ওই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র সাইফুল ইসলাম জানায়, আগামী ১৬ জুলাই থেকে তাদের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু বন্যার কারণে চার দিন ধরে স্কুল বন্ধ রয়েছে।

টেকনাফ পৌরসভার জালিয়াপাড়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সাব্বির আহমদ জানায়, বেড়িবাঁধ ভেঙে নাফ নদীর লোনা জলে বিদ্যালয়টি পাঁচ দিন ধরে ডুবে রয়েছে। অনেকের খাতা ও বইপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে সাব্বির।

টেকনাফ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শফিক মিয়া জানান, উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সরকারি-বেসরকারি ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্যার পানিতে ডুবে রয়েছে।

সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু আহমদ জানান, চার দিনের বন্যায় ডুবে রয়েছে উপজেলার ৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বহুতলবিশিষ্ট ৪০টির বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে দুর্গত এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। এ কারণে পাঠদানও বন্ধ রয়েছে।

কক্সবাজার

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাপস কুমার পাল জানান, চকরিয়া, পেকুয়া, টেকনাফসহ আটটি উপজেলায় সরকারি বেসরকারি ৯১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭০০ বিদ্যালয় বন্যার পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। গতকাল থেকে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয় কাদামাটি ও ময়লা-আবর্জনায় ভর্তি। এসব পরিষ্কার করে পাঠ উপযোগী করে তুলতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আটটি উপজেলার ১৪৫টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭২টিসহ আরও সাত শতাধিক মাদ্রাসা, মক্তব বন্যার পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাকার্যক্রম কয়েক দিন ধরে বন্ধ রয়েছে।

কক্সবাজার জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নুর মোহাম্মদ জানান, বন্যায় জেলার ১৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্যায় ডুবে রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বইখাতার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের কাগজপত্র, আসবাবপত্র ও অবকাঠামো নষ্ট হচ্ছে।